



স্বচ্ছ ভারত অভিযান বাপুর পরিচ্ছন্ন ভারতের স্বপ্নকে সফল করতে চলেছে এ বছর যে সময় ভারত মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করবে

Posted On: 11 OCT 2017 12:39PM by PIB Kolkata

* বিকাশ খান্না

এ বছর যে সময় ভারত মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করবে, তখন এক অর্থে তা হবে সরকারের কাজের অগ্রগতির হিসাব-নিকাশের এক ধরনের উদ্যোগ। কারণ এই সময়ই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুরুত্বপূর্ণ স্বচ্ছতার উদ্যোগ- ‘ স্বচ্ছ ভারত অভিযান ’ -এরতিন বছর পূর্তি হবে। মোদী সরকার ২০১৯-এর ২ অক্টোবর গান্ধীজির ১৫০ তমজন্মবার্ষিকীতে সমগ্র ভারতকে প্রকাশ্যে মল-মূত্র ত্যাগ বিহীন করে তোলার এক উদ্যোগকল্প লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে।

তিন বছরের মতো স্বল্প সময়ের পরিসরে এক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সম্ভবহয়েছে তাতে, সরকার প্রত্যেক পরিবারের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা করার ২০১৯ সালের সময়সীমাকে ছুঁতে চলেছে বলে মনে হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে, ২০১৪-র ২ অক্টোবর থেকে এপর্যন্ত ৪.৯০ কোটি শৌচাগার নির্মাণ করেছে। পাণীয় জল এবং পরিচ্ছন্নতা মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে দেশের ২.৪৪ লক্ষ গ্রামকে প্রকাশ্যে মলত্যাগহীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।২০১৭-র ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০৩টি জেলাকে প্রকাশ্যে মলত্যাগহীন স্থানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যা সর্বাধিক উন্মোচনযোগ্য, তা হল বেশ কয়েকটিরাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এটিকে সফল করে তুলতে সরকারের সঙ্গোহত মিলিয়েছে। কর্পোরেট সংস্থার সামাজিক দায়িত্ব কর্মসূচির আওতায় বহু ব্যবসায়িকপ্রতিষ্ঠান বেশকিছু গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্য দায়িত্বভার নিয়েছে। তাই ২০১২সালের দেশের পরিচ্ছন্নতার হার মাত্র ৩৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দ্রুত গতিতে ৬৮ শতাংশ হয়েছে, এই তথ্য কোনভাবেই আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু এখনও অনেক কাজই করা বাকি।

এই কথা মনে রেখে সরকার এ বছরের গান্ধী জয়ন্তীর আগে ‘ স্বচ্ছতাই সেবা ’ নামে এক পক্ষকাল ব্যাপি প্রচার কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল। এই কর্মসূচীর আওতায় দেশব্যাপি পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগকে আরও জোরদার করতে বেশকিছু কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিন বছর আগে স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে এক জাতীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু করা হয়েছে। পাণীয় জলএবং পরিচ্ছন্নতা মন্ত্রকের নেতৃত্বে এই প্রচার কর্মসূচীতে অন্যান্য বেশ কয়েকটিমন্ত্রক, সরকারি দপ্তর এবং অসরকারি সংগঠন পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তোলারকাজ করে চলেছে।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর ‘ স্বচ্ছ ভারত ’ -এর উদ্যোগে বৃহত্তম কর্মসূচী হিসেবে ইতিহাসে স্থানকরে নিয়েছে। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বয়ং ঝাড়ু হাতে দিল্লীর অপরিচ্ছন্ন রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করেছিলেন। দেশের মানুষ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যথাযথশ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য তাঁর হাতে হাত মেলানোর প্রধানমন্ত্রী উদাত্ত আহ্বানেসাদা দিয়েছেন। গান্ধীজি এক শতাধীরাও বেশি আগে ভারতকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। এই প্রচার কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সারা দেশেব্যাপকভাবে প্রচলিত প্রকাশ্যে মলত্যাগের প্রথা বন্ধ করার জন্য আরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা এবং বর্জ্য পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো।

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। বরং এটিকে দেশস্বাধীনতার দ্বারা অনুপ্রাণিত এক কর্মসূচী বলা যায়। সকলকেই গান্ধীজির সেই বক্তব্যমনে করিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে তিনি বলেছিলেন- ‘ পরিচ্ছন্নতা, স্বাধীনতার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ’ ।

জাতীর পিতা পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে নিজ হাতে কাজ করার কথা বলতেন এবংঅস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য প্রথা শেষ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরেসেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। যদিও বেশ কয়েকটি সরকার এই ক্ষেত্রে বেশকিছু কর্মসূচীহাতে নিয়েছিল তবুও, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক অপরিচ্ছন্নতা এবং অস্পৃশ্যতার মতো দুটি সমস্যা,এমনকি বাপুর মৃত্যুর প্রায় ৭০ বছর পরেও দেশে অব্যাহত ছিল।

পরিচ্ছন্নতার অভাবে বেশকিছু রোগ-ব্যাধির সংক্রমণ ঘটে এবং অসময়েমানুষের মৃত্যু হয়। ২০১৪ সালে ‘ ওয়াটারএইড ’ নামে একটি সংগঠন তাদের এক প্রতিবেদনে এ বিষয়ে একভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছিল। এই রিপোর্টে জানা গিয়েছিল যে ভারতের ১২০ কোটি মানুষের একতৃতীয়াংশেরও কম শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ পায়। অপরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপদ পাণীয় জলেরঅভাবে প্রতি বছর ভারতে ১৮৬০০০ জনের-ও বেশি শিশু ৫ বছরের কম বয়সে জলবাহিত আন্ত্রিকরোগে মারা যায়। এই ঘটনার অর্থনৈতিক প্রভাবও রয়েছে। পরিচ্ছন্নতার অভাবে রোগ-ব্যাধিএবং মৃত্যু জনিত কারণে প্রতি বছর দেশের জাতীয় আয়ের ৬.৪ শতাংশ ক্ষতি হয় বলে অনুমানকরা হয়। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে চলেছে কারণ বহু সরকারি সংস্থাপরিচ্ছন্নতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজ করে চলেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের তথ্য উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে অতীত দিনের পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে ভারতে গড়ে মাথাপিছু ৬৫০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন যে স্বচ্ছ ভারতের উদ্যোগ জনস্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখবে। এছাড়া দ্রিষ্ট মানুষের আয়ের সুরক্ষা দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতেও অবদান রাখবে। তিনি বলেছেন যে পরিচ্ছন্নতাকে কোনও রাজনৈতিক অস্ত্রহিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং একে রাষ্ট্রভিত্তি বা দেশস্বাধীনতার এবং জনস্বাস্থ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা হিসেবে দেখা দরকার।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের শিশু সুরক্ষা তহবিল ইউনিসেফ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক সুবিধা বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়ে তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানিয়ে ছেয়ে পরিচ্ছন্নতার খাতে ১ টাকা বিনিয়োগ করা হলে তার বিনিময়ে ৪.৩০ টাকার শ্রাশ্রয় হয়।সমগ্র সমাজকে প্রকাশ্যে মলত্যাগমুক্ত করা গেলে স্বাস্থ্য খাতে মানুষের ব্যয় কমেএবং প্রত্যেক পরিবার প্রতি বছর ৫০,০০০ টাকা শ্রাশ্রয় করবে। জনসংখ্যার দ্রিষ্টতম অংশের-ই এরফলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে।

কিন্তু এই কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিতসংস্থা এবং রাজ্যসরকারগুলিকে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের উদ্যোগকে দৃষ্টবৃদ্ধি করতে হবে। মানুষের মধ্যে জনস্বাস্থ্য এবং পরিব্রতা বিষয়ে পুরনো কালেরধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টাসত্ত্বেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ এখনও বিশ্বাস করেন যে বাড়ির মধ্যে মলত্যাগ করা অপরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। সরকার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি হয়তো শৌচাগার নির্মাণ করে দিতে পারে কিন্তু মানুষকে প্রকাশ্যে স্থান থেকে সেই শৌচাগারের ভিতরে মলত্যাগে অভ্যস্ত করে তুলতে উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই পরিচ্ছন্নতার অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুবিধাগুলি অর্জন করা সম্ভব হবে। মানুষের মধ্যে শৌচাগারে মলমূত্র ত্যাগ বিষয়ে যে নেতিবাচক ধ্যানধারণা রয়েছে তা দূর করতে সচেতনতার বার্তাহুড়িয়ে দিতে প্রচার কর্মসূচির আয়োজনের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। এই কর্মসূচীর সাফল্য মানুষের অংশগ্রহণের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করছে। তাই ভারতকে পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর হিসেবে গড়ে তুলতে মানুষকে সময়ের ডাকে সাড়া দিতে এগিয়ে আসা দরকার।

লেখক হলেন একজন বরিত্ত সাংবাদিক এবং ভাষ্যকার। তিনি বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেলের সঙ্গে ২৯ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন। বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফমাস কমিউনিকেশনের অতিথি শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব

PG/PB /NS/...

(Release ID: 1505646) Visitor Counter : 2

Background release reference

এ বছর যে সময় ভারত মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করবে



